



1807 - যবে ব্যক্তিকোন মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন তার জন্য কতিওবা আছে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: জনকৈ ব্যক্তরি জন্দিগৌ রাশি রাশি পাপে ভরপুর। বর্তমান সবে এক জটিল রোগে আক্রান্ত। চিকিৎসা নয়ের বহু চেষ্টা করণে কোন লাভ হয়নি। ডাক্তার বলছেন, এই রোগের কোন চিকিৎসা নাই। এ পর্যায়ে এসে তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত এবং গুনাহ থেকে তওবা করতে ইচ্ছুক। যবে রোগ থেকে মুক্তরি আশা নাই এমন মরণব্যাধিতে আক্রান্ত এই ব্যক্তরি তওবা কী শুদ্ধ হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যবে ব্যক্তি জীবনে ব্যাপারে নরাশ হয়ে গেছে তার তওবা শুদ্ধ হবে। তার এ নরাশার কারণ কোন রোগ হোক যমেন- ক্যান্সার। অথবা হত্যার শাস্তি তথা শরিচোছদের মুখোমুখি হওয়া এবং জল্লাদ তলওয়ার নিয়ে তার মাথার উপরে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে হোক। অথবা বিবাহিত ব্যক্তরি ব্যভিচারে শাস্তি তথা ‘পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড’ কার্যকর করার জন্য পাথর স্তূপ করার কারণে হোক। এদের সবার তওবা শুদ্ধ হবে। কেননা মৃত্যুর গড়গড়া শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তওবা কবুল করেন। দলিল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী: “অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা ভুলবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর অন্তবিলিম্বে তওবা করে; এরাই হল সসেব লোক যাদের তওবা আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহ মহাজ্জ্ঞানী, রহস্যবদি।” [সূরা নসি, আয়াত ১৭]। “অন্তবিলিম্বে তওবা করে” এ কথার অর্থ হলো- মৃত্যুর আগে তওবা করে। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলছেন: “আর এমন লোকদের জন্য তওবা নাই, যারা মন্দ কাজ করতই থাকে, এমন কি যখন তাদের কারণে মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে আমি এখন তওবা করছি।” [সূরা নসি, আয়াত ১৮] কিন্তু তওবার পাঁচটি শর্ত রয়েছে। এ শর্তগুলো পূর্ণ করতে হবে। সেগুলো হচ্ছে- ইখলাস (অকপটতা), কৃতপাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, অন্তবিলিম্বে পাপ ছেড়ে দেওয়া, ভবিষ্যতে পুনরায় গুনাহ না-করার দৃঢ় সংকল্প করা এবং তওবা কবুল হওয়ার সময়সীমার মধ্যে তওবা করা। অর্থাৎ তওবা করতে হবে মৃত্যু শুরু হওয়ার পূর্বে এবং পশ্চিমি দিক থেকে সূর্যোদয় শুরু হওয়ার আগে।